জুন ২০২০ সংখ্যা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT
DoICT

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বর্ষ ০৪
সংখ্যা ০২
জুন ২০২০

আইসিটি নিউজলেটার

আমার-আপনার একটু রক্ত অন্যের জীবন বাঁচাতে পারে

——————— পলক

নিজস্ব প্রতিবেদক

তথ্য ও যোগযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক রক্তদান শ্রেষ্ঠ উপহার উল্লেখ করে বলেন, আমার-আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী একটু রক্ত অন্যের জীবন বাঁচাতে পারে। তিনি স্বেচ্ছায় রক্ত দিয়ে অন্যের জীবন বাঁচাতে সুস্থ সামর্থ্যবানদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী গত ১৮ জুন বিশ্ব রক্তদান দিবস উপলক্ষে ফেসবুক গ্রুপ ব্লাডম্যান আয়োজিত ফেসবুক ব্লাড ডোনেশন টুল ব্যবহারের মাধ্যমে হাসপাতাল এবং ব্লাড ব্যাংকে রক্তদাতা খুঁজে পাবার ট্রেনিং কার্যক্রম উদ্বোধন উপলক্ষে ডিজিটাল প্রেস কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই টুল আইসিটি বিভাগ, ফেসবুক এবং ব্লাডম্যানের সাথে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালগুলোর সাথে সেতুবন্ধন তৈরি করবে। একই সাথে রক্তদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ডিজিটাল ব্রিজ হিসেবে কাজ করবে।

তিনি করোনাকালে রক্তদান ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবার মতো মানবিক সেবা সবার কাছে পৌঁছে দিতে মোবাইল অপারেটরদের প্রতি আহ্বান জানান। একইসঙ্গে ফেসবুক কর্তৃপক্ষের এই সেবাগুলো সহজেই পেতে ব্লাড ডোনেশন অপশনে চ্যাটবটম সুবিধা চালুর আহ্বানও জানান।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক করোনাকালের মতো মহামারীর সময়ে রক্তদান ও মানসিক স্বাস্থ্যের মতো সেবার অ্যাপগুলো ব্যবহার ফ্রি করে দিতে মোবাইল অপারেটরদের প্রতি আহ্বান জানান। তার এই আহ্বানে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ফেসবুকের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার হেড অব পলিসি প্রোগ্রামস শেলি ঠাকরাল ইতিবাচক সাড়া দেন।

ব্লাডম্যান ও মনের বন্ধুর মতো যেসব সামাজিক উদ্যোগ রয়েছে এর উদ্যোক্তাদের ওয়েব, মোবাইল অ্যাপ, কনটেন্ট ও টিউটোরিয়াল তৈরির ওপর গুরুত্ব দিয়ে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী এজন্য আইসিটি বিভাগ আর্থিকসহ সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে জানান।

অনুষ্ঠানে সাউথ এশিয়া ও সেন্ট্রাল এশিয়ার পলিসি প্রোগ্রামস প্রধান শেলি ঠাকরাল, ব্লাডম্যান বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মো. শাহরিয়ার হাসান জিসান বক্তব্য রাখেন এবং অনলাইনে সংযুক্ত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

প্রশ্নোত্তরপর্বে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও সমাধানের পথ বেরিয়ে আসে। যা আগামী দিনে মানবতার নতুন দিক উন্মোচন করবে।

ফেসবুকে রক্তদাতা হিসেবে নিবন্ধন করতে লিংক:
http://facebook.com/donateblood

কীভাবে ফেসবুক রক্তদানের ফিচারটি কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য ভিজিট করার লিংক:
https://socialgood.fb.com/health/blood-donations/

'অনলাইন ডিজিটাল মেলা ২০২০' উদ্বোধন করলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক

নিজস্ব প্রতিবেদক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, দেশের তথ্য বাতায়নকে তথ্যসেবায় রূপান্তর করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ঘরে বসেই সেবা গ্রহীতার পরিচয় যাচাই, সেবা ইন্টার অপারেবলিটি এবং সেবামূল্য প্রদানে ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

তিনি মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে সচিবালয় পর্যন্ত সবাইকে যেকোনো সেবা ডিজাইন করার ক্ষেত্রে এই তিনটি বিষয় নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এর মাধ্যমে সেবা গ্রহীতা অনলাইনে চলে আসবে এবং হয়রানিমুক্ত ও অর্থ সাশ্রয় হবে বলে তিনি জানান।

প্রতিমন্ত্রী আজ দেশব্যাপী চলমান তিন দিনের 'ডিজিটাল মেলা ২০২০'-এর অনলাইন প্লাটফর্মে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ মেলার আয়োজন করে।

পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ও আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের পরামর্শে আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তোলার কারণে মাত্র ১১ বছরের ব্যবধানে বর্তমানে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১০ কোটি ও ৬'শর বেশি সেবা অনলাইনে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৪ সালে আমাদের ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল ২৫ হাজার দিয়ে শুরু হয়েছিল। বিগত পাঁচ বছরে ৪৩ হাজারের বেশি ওয়েবসাইট এতে যুক্ত হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ইকোনমিক ডিজিটাল হাব হিসেবে তথা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে উল্লেখ করে বলেন, আইসিটি বিভাগ হতে ইনফো-সরকার প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩৮'শ ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টারে হাই-স্পিড ব্রডব্যান্ড কানেকশন পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এর

ফলে প্রতি মাসে প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ ডিজিটাল সেন্টার থেকে সেবা গ্রহণ করছে।

পলক বলেন, আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ২২০০ নতুন ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হবে। একইসঙ্গে জাতিসংঘের ই-গভর্নেন্স সূচকে ১১৫তম অবস্থান থেকে ২ডিজিটে নিয়ে আসতে কাজ করছে আইসিটি বিভাগ। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা প্রদানের বিষয় জনগণের কাছে তুলে ধরতে ডিজিটাল মেলার আয়োজন করা হয়েছে বলে তিনি বলেন।

আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন. এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ. বি. এম আরশাদ হোসেন, এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজার আনীর চৌধুরী, বরগুনা জেলা প্রশাসক মুস্তাইন বিল্লাহ্, গোপালগঞ্জ জেলা শাহিদা সুলতানা এবং ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মোঃ মিজানুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ ডিজিটাল মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অনলাইনে সংযুক্ত হন।

'অনলাইন ডিজিটাল মেলা ২০২০' কোভিডকালীন অনন্য দৃষ্টান্ত

——————— সিনিয়র সচিব আইসিটিডি

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশব্যাপী চলমান কোভিডকালীন তিন দিনের 'অনলাইন ডিজিটাল মেলা ২০২০'-এর উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইসিটিডি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ মেলার আয়োজন করে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ও আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের পরামর্শে আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তোলার কারণে মাত্র ১১ বছরের ব্যবধানে বর্তমানে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১০ কোটি ও ৬'শর বেশি সেবা অনলাইনে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৪ সালে আমাদের ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল ২৫ হাজার দিয়ে শুরু হয়েছিল। বিগত পাঁচ বছরে ৪৩ হাজারের বেশি ওয়েবসাইট এতে যুক্ত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতি আইসিটিডি বিভাগের সিনিয়র সচিব বলেন, অনলাইন ডিজিটাল মেলা ২০২০ কোভিডকালীন অনন্য দৃষ্টান্ত।

তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ও আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনায় আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তুলেছেন মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক। তিনি আরো বলেন, স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল যুগে আইসিটির বিকল্প কিছু নেই।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ. বি. এম আরশাদ হোসেন, ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মো. মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ, এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজার আনীর চৌধুরী, বরগুনা জেলা প্রশাসক মুস্তাইন বিল্লাহ্, গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক শাহিদা সুলতানা এবং ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মোঃ মিজানুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ ডিজিটাল মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অনলাইনে সংযুক্ত হন।

শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রামিং শেখার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে

——————— আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক

নিজস্ব প্রতিবেদক

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, সমস্যাকে সম্ভাবনায় রূপান্তর করতে চিন্তাশীল মানসিকতাসম্পন্ন প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে। তিনি প্রোগ্রামিং বিশ্ব পরিবর্তনের হাতিয়ার উল্লেখ করে বলেন ইংরেজি, অংকসহ সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ছোটবেলা থেকেই প্রোগ্রামিং শেখার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ জুম অনলাইনে আইসিটি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) উদ্যোগে আয়োজিত 'হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা-২০২০'-এর সমাপনী ও বিজয়ীদের নাম ঘোষণা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন। বিসিসির নির্বাহী পরিচালক পার্থ প্রতিম দেবের সভাপতিত্বে অনলাইন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স বিভাগের অধ্যাপক লাফিফা জামাল।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত ১১ বছরে ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে তোলার কারণেই করোনা মহামারীর মধ্যেও ঘরে বন্দি সাড়ে ৪ কোটি শিক্ষার্থী অনলাইনে ক্লাস করতে পারছে এবং অনলাইনে হাইস্কুল প্রোগ্রামিং কনটেস্ট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন চিন্তাশীল সমস্যা সমাধানে ছোটবেলা থেকেই শিশু-কিশোরদের প্রোগ্রামিং শেখাতে হবে।

উল্লেখ্য, অনলাইনে এনএইচএসপিসি-২০২০-এর রেজিস্ট্রেশনের ঘোষণার মাত্র তিন দিনেই এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আবেদন করে ৫ হাজার ৪৭৭ শিক্ষার্থী।

দেশের সব জেলা থেকেই শিক্ষার্থীরা এই আয়োজনের কুইজ ও প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এ আয়োজনে শিক্ষার্থীরা জুনিয়র ক্যাটাগরি (ষষ্ঠ-নবম শ্রেণি) এবং সিনিয়র ক্যাটাগরি (দশম-এসএসসি -দ্বাদশ শ্রেণি ও পলিটেকনিক প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী) এই দুইটি ক্যাটাগরিতে কুইজ অথবা প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এছাড়া একই সময়ে আইসিটিতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজন করা হয় আইসিটি কুইজ প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় গ্রুপভিত্তিক বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়।

বিজয়ীদের মধ্য থেকে প্রোগ্রামিংয়ের দুই ক্যাটাগরির সেরা তিনজনকে ল্যাপটপ এবং কুইজে দুই ক্যাটাগরির সেরা তিনজনকে স্মার্টফোন উপহার দেয়া হবে।

+৮৮-০২-৪১০২৪০৭১
+৮৮-০২-৫৫০০৬৮৮২
+৮৮-০১৭১১ ১৬৬৩২৮
doictnewsletter@gmail.com
jahedi607@gmail.com
www. doict.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION FUTURE IS HERE
DoICT তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT
আইসিটি নিউজলেটার
পৃষ্ঠা। ২

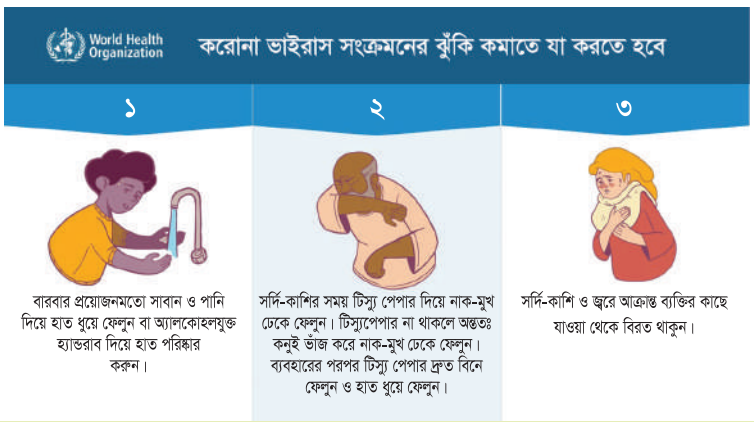

ইনফো সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের ১৩তম স্টিয়ারিং কমিটির সভা জুম অনলাইন মিটিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়

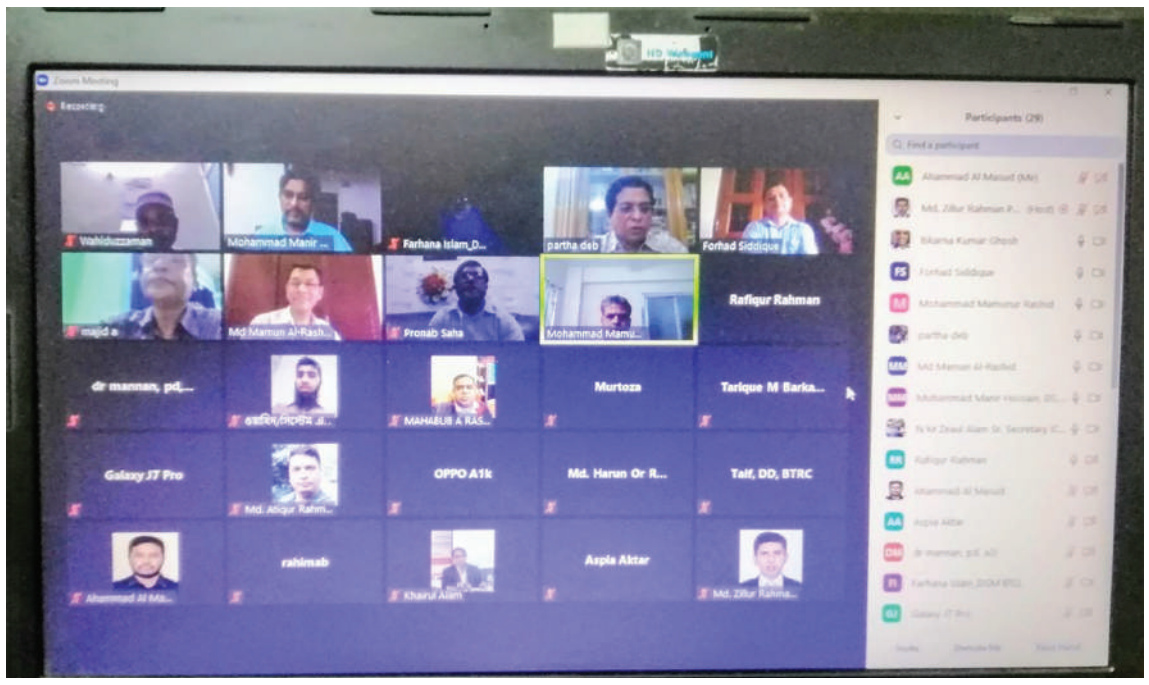

নিজস্ব প্রতিবেদক

কোভিড-১৯ এর বৈশ্বিক মহামারী পরিস্থিতিতে গত ২৬মার্চ, ২০২০খ্রি. থেকে সারাদেশ কার্যত লকডাউন অবস্থায় রয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণ ছুটির আওতায় রয়েছে যা সর্বশেষ ধাপের ঘোষণা অনুযায়ী ৩০ মে, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ফলে সরকারি অধিকাংশ কার্যক্রম স্থবির অবস্থায় রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের প্রায় শেষ পর্যায়ে এই কোভিট-১৯ সংক্রান্ত বৈশ্বিক মহামারীর উদ্ভব ঘটে। কিন্তু জরুরি ইন্টারনেট সেবাসহ ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ অব্যাহত রাখার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক মহোদয়ের নেতৃত্বে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্ত সংস্থা/দপ্তরসমূহ স্থবিরতা রোধকল্পে জরুরি সভাসমূহ, দাপ্তারিক কার্যক্রমসমূহ, মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রমসহ সকল জরুরি ইন্টারনেট সেবাসমূহ অনলাইন প্রক্রিয়ায় অব্যাহত রেখেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৯ মে অনুষ্ঠিত হল সরকারের জাতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের ১৩ তম স্টিয়ারিং কমিটির সভা। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থপ্রতিম দেব, আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মামুন আল রশিদ, আইএমইডি-এর ডিজি আবদুল মজিদ এনডিসি। এছাড়া আইসিটি বিভাগের কর্মকর্তাগণ এবং পরিকল্পনা কমিশন, বিটিআরসি ও বিটিসিএল এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, এনটিটিএন প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সভায় নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় যা ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের কার্যক্রমকে আরও বেগবান করবে। সভা শেষে সভাপতি সকল সদস্যগণকে এভাবে অনলাইন প্রক্রিয়ায় কার্যক্রম অব্যাহত রেখে কোভিট-১৯ পরিস্থিত মোকাবিলা করার এবং সকল দাপ্তরিক কার্যক্রমের স্থবিরতা রোধর নির্দেশনা প্রদান করেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গত ০১ জুন, ২০২০ থেকে প্রকল্পের অফিসে শতকরা ২৫ ভাগ কর্মকর্তা- কর্মচারী কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পের সকলকে যথাযথ নির্দেশনা মেনে অফিস করার জন্য বলা হয়েছে। প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাঝে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, হেড কাভার ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। অফিসের প্রবেশ পথে তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র এবং জীবাণুনাশক পাপোষ ব্যবহার করা হচ্ছে।

পঞ্চগড় জেলায় জেলা আইসিটি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক পঞ্চগড় জেলা সফর করেন। তিনি জেলার আইটি সেক্টর আরও উন্নত করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা আইসিটি কমিটির সভায় যোগদান করেন। সেখানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। সেখানে তিনি রংপুর বিভাগের সকল জেলা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, ভাষা ল্যাবের মনিটরিং কর্মকর্তা (ইউএনও), আইসিটি ও কম্পিউটার শিক্ষক, ইউডিপি উদ্যাক্তা এবং ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন ও দিক নির্দেশনা দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পঞ্চগড়-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মোঃ মজাহারুল হক প্রধান, ইনফো-সরকার ৩য় প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব বিকর্ণ কুমার ঘোষ, জনাব সাবিনা ইয়াসমিন, জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়, রংপুর বিভাগের সকল জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এবং ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

বগুড়ায় 'আমার গ্রাম, আমার শহর এবং তারুণ্যের শক্তি' শীর্ষক সেমিনার

জেলা প্রশাসক, বগুড়া এবং ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের যৌথ আয়োজনে গত ১৩ জুন বগুড়া জেলায় 'আমার গ্রাম, আমার শহর এবং তারুণ্যের শক্তি' শীর্ষক এক সেমিনার জুম অনলাইনে প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ (অতিরিক্ত সচিব)। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বগুড়া জেলার জেলা প্রশাসক ফয়েজ আহাম্মদ।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী প্রোগ্রামারগণ ও ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার। সেমিনারে প্রধান অতিথি আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ সেমিনারে উপস্থিত সকলকে আইসিটি খাতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

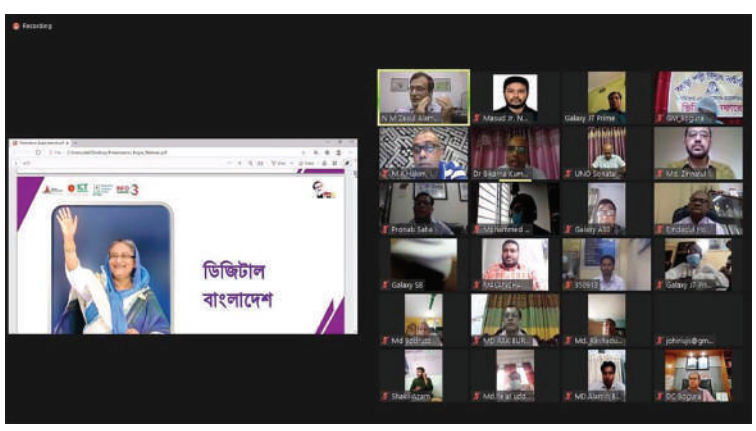

কোভিড-১৯ সংকটে বাংলাদেশে ত্রাণ প্রদানে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ নিয়ে ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

গত ০৭ মে, ২০২০ তারিখে কোভিড-১৯ সৃষ্ট সংকটে বাংলাদেশে ত্রাণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ নিয়ে একটি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওভারসীজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (ওডিআই), ইয়েল ইউনিভার্সিটি ম্যাকমিলান সেন্টার, ইয়ুথ পলিসি ফোরাম এবং ঢাকা ট্রিবিউন যৌথভাবে এ ওয়েবিনার আয়োজন করেছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে সৃষ্ট সংকটে বাংলাদেশের ত্রাণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজার আনীর চৌধুরী সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যিনি বাংলাদেশ সরকারের কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিভিন্ন উদ্যোগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। প্যানেল সদস্যদের মধ্যে ইয়েল ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মুশফিক মোবারক, জেমস্ পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ্-এর ডিন ও অধ্যাপক সাবিনা রশিদ এবং ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ উপস্থিত ছিলেন। বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস্ ফাউন্ডেশন-এর ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দি পুওর বিষয়ক সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মারিয়া মে এবং ওডিআই-এর পরিচালক (ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক ফিন্যান্স প্রোগ্রাম) মার্ক মিলার সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন।

করোনাভাইরাস মহামারির কারণে দরিদ্র এবং হতদরিদ্র নাগরিকদের জীবনযাত্রা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সারাদেশে লকডাউন পরিস্থিতি এবং সামাজিক দূরত্ব নীতিমালা বাস্তবায়নের ফলে দৈনিক নিম্ন-আয়ের নাগরিকদের বেশি ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। একইভাবে, বাংলাদেশের দিনমজুররাও একই ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন, যাদের জরুরি আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। তাদের জীবিকা নির্বাহে সহযোগিতা করতে, বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ৪০ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

প্যানেল আলোচনায় এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজার আনীর চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় (করোনা সংকটকে কেন্দ্রে করে ৫ কোটি মানুষের জন্য আরো ১০ কোটি ডলার বৃদ্ধি করে ২০০ কোটি ডলারের বেশি করা হয়েছে) সরকারের নানা উদ্যোগ বিশেষ করে মন্ত্রণালয় পর্যায়ের উদ্যোগে খাদ্য সহায়তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, করোনা সংকটের কারণে চাকরি হারিয়ে যারা নতুন করে অসহায় হয়েছেন তাদের জন্য সরকার প্রায় ৯ কোটি ডলার বিশেষ ত্রাণের পরিকল্পনা করেছে। এর মধ্যে চাকরি হারানোর কারণে জীবিকা ব্যয় নির্বাহে অক্ষম হয়ে যারা ঢাকা শহর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন তাদেরকেও এই লক্ষ্যমাত্রায় যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের চিহ্নিত করা খুব সহজ নয় এবং আমরা এই মাসে ঈদের আগেই তাদের কাছে অর্থ পৌঁছাতে চাই। এ লক্ষ্যে আমরা ভিন্ন প্রযুক্তির সহায়তায় লক্ষ্য নির্ধারণ, কিউআর কোডের সমন্বয় এবং জাতীয় পরিচয়পত্র ও স্থানীয় প্রশাসনের তালিকার মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি।

তিনি আরো বলেন, ২০১৮ সালে নাগরিক তথ্য ও সেবার জন্য চালুকৃত আমাদের জাতীয় কলসেন্টার ৩৩৩-এর মাধ্যমে দরিদ্র মানুষদের চিহ্নিত করতে এটিকে নতুন করে প্রস্তুত করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে এখন পর্যন্ত আমরা ৪ লক্ষের অধিক ফোন কল রিসিভ করেছি এবং এর মধ্যে ১ লক্ষের অধিক চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, এটি মূলত সমন্বিত একটি প্রক্রিয়া, যার মধ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নস্তরের প্রযুক্তি (ফিচার ফোন থেকে প্রাপ্ত ফোনকল), ক্যাটাগরি করতে উঁচু স্তরের প্রযুক্তি (ফোন ব্যবহারকারিদের উপর টেলিকম ডাটা) এবং যাচাইয়ের জন্য মানুষের সংস্পর্শের সমন্বয়। তিনি দরিদ্র জনগণের সহায়তায় আসন্ন ক্রাউড-ফান্ডিং উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন এবং এতে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ তাঁর বক্তব্যে এই যুদ্ধকালীন সময়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি অত্যাধুনিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে প্রক্রিয়াটিতে কমিউনিটিভিত্তিক প্রতিশ্রুতি, মালিকানা এবং ক্ষমতায়নের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, এটি এমন একটি সংকটপূর্ণ অবস্থা, যেখানে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের তাদের নিজস্ব স্বক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি উভয় প্রেক্ষাপটে সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের সফল উদাহরণ রয়েছে।

সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নির্ধারণ করতে লকডাউন ও সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে অর্থ হস্তান্তরের বিষয়ে প্যানেল সদস্যরা আলোচনা করেন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মুশফিক মোবারক প্রযুক্তি, গবেষণা এবং মানব উপাদানসমূহের অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণাদি ব্যবহার করে একটি মডেলের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথের ডিন ও অধ্যাপক সাবিনা রশিদ পরবর্তী প্রান্তিকতা রোধে নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, হিজড়া সম্প্রদায় এবং যৌনকর্মীসহ দরিদ্রদের মধ্যে সর্বাধিক দুর্বলদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি সুন্দরভাবে তুলে ধরেন।

উন্মুক্ত এই সেমিনারে ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে ন্যায্যতা যাচাই, লক্ষ্যবস্তুর কার্যকারিতার মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ নোভিগেশন এবং লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তির জন্য অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। উক্ত সেমিনারে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং ত্রাণ পৌঁছানো উভয় কার্যক্রমে মোবাইল প্রযুক্তির শক্তির বিষয়টি ফুটে উঠেছে। একটি কার্যকর এবং অন্তর্ভুক্ত মডেলের জন্য আরো আলোচনা ও বিতর্কের সম্ভাবনার দিক তুলে ধরে সেমিনার সমাপ্ত করা হয়।

আইসিটি নিউজলেটার
পৃষ্ঠা। ৩
DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION FUTURE IS HERE
DoICT তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

আপনারই কারণে, জীবন বাঁচবে

করোনা ভাইরাস সংকটে সারাবিশ্বের অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আমি চাই, আমাদের মানুষের ভেতর যেন একটি আস্থা-বিশ্বাস থাকে। সেই বিশ্বাস-আস্থাটা ধরে রাখতে হবে। কারণ আমরা হার মানবো না। মৃত্যু তো হবেই। মৃত্যু যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো কারণে হতে পারে। কিন্তু তার জন্য ভীত হয়ে হার মানতে হবে এই ধরনের একটা অদৃশ্য শক্তির কাছে, এটা তো কাম্য না। সে জন্য আমাদেরকেও প্রচেষ্টা চালাতে হবে।'

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেই প্রচেষ্টার হাত ধরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের উদ্যোগে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছে জাতীয় প্লাজমা ব্যাংক। প্লাজমা ব্যাংক প্লাজমা দাতা ও গ্রহীতার মাঝে সংযোগ স্থাপনকারী অনলাইনভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ের সেবা।

ইনোভেশন অফিসার মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান পিএএ (উপসচিব), পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এর পরিকল্পনায়, মাননীয় মহাপরিচালক এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদীর তত্ত্বাবধায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের কয়েকজন প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামার অ্যাপ্লিকেশনটি ডেভেলপ করেন। যা ওয়েবে (www.plasmabank.gov.bd) ও অ্যাপভার্সনে পাওয়া যাবে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এবং সিনিয়র সচিব এন. এম. জিয়াউল আলম পিএএ জাতীয় প্লাজমা ব্যাংক অনলাইন পাটফর্ম-এর অনুমোদন দিয়েছেন।

চিত্র-১: প্লাজমা ব্যাংক-এর কর্মধারা।

করোনা রোগের জন্য প্লাজমা থেরাপি অত্যন্ত কার্যকর। অভিজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক স্বাস্থ্য পরামর্শ নিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটি জনবান্ধব করার প্রচেষ্টা চলমান থাকবে। ভবিষ্যৎ প্লাজমা দানকারি ও গ্রহণকারী সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে বিগ ডাটা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রযুক্তিতে ব্যাবহার করা হতে পারে ।

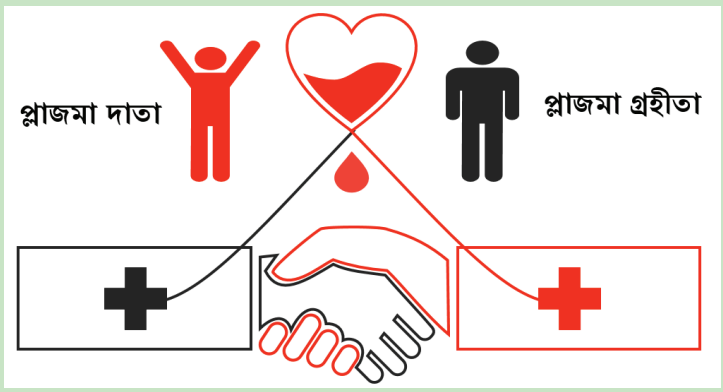

চিত্র ২: প্লাজমা ব্যাংক প্লাজমা দাতা ও গ্রহীতার মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে।

জাতিসংঘ পুরস্কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ ও জাতির সম্মিলিত অর্জন ——ভূমিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' পুরস্কারকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ ও জাতির সম্মিলিত অর্জন বলে উল্লেখ করেছেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ, এমপি। ই-নামজারির জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আজ এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী সচিবালয়ের নিজ দপ্তর থেকে অনলাইনে এ কথা বলেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে ই-নামজারি প্রকল্পের উপর একটি সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মো. আবদুল মান্নান পিএএ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদকে অভিনন্দন জানিয়ে ভূমিমন্ত্রী আরও বলেন, সরকারের বিনির্মিত সামগ্রিক ডিজিটাল কাঠামোর কারণে ভূমি সেবা ডিজিটালকরণ অনেক সহজ হয়েছে। ভূমিমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে গৃহীত ডিজিটাল বাংলাদেশের মহাপরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সাল থেকে ই-নামজারি পাইলটিং শুরু হয়। ২০১৯ সালের ১ জুলাই থেকে তিনটি পার্বত্য জেলা বাদে সারাদেশে একযোগে শতভাগ ই-নামজারি বাস্তবায়ন শুরু হয়। জাতিসংঘ পুরস্কার প্রাপ্তির পর আমাদের উপর দায়িত্ব আরও বেড়েছে, এ স্বীকৃতি ধরে রাখতে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভূমিমন্ত্রী আরও বলেন, ভূমি অফিসে ই-নামজারি চালু হওয়ায় সেবা পেতে কম সময় ও কম খরচ হচ্ছে। এর ফলে নাগরিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দালালদের দৌরাত্ম্য ও মাঠ পর্যায়ে দুর্নীতিরও সুযোগ কমছে। ভূমিমন্ত্রী ই-নামজারি সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' মূলত একটি 'পরিবর্তনের গল্প'। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সেক্টরের মতো ভূমি সেক্টরেও আমরা সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য, অর্থাৎ হাতের মুঠোয় ভূমি সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। এসময় জুনাইদ আহ্মেদ পলক জানান, প্রায় ৩৬১৭ টি ভূমি অফিসে ফিক্সড ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদানের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কার অর্জন উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের সঞ্চালক ভূমি সচিব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী– ভূমি সংস্কার বোর্ড, আইসিটি বিভাগ, এটুআই, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সবার সম্মিলিত প্রয়াসে আমাদের এ অর্জন। ভূমি সচিব উল্লেখ করেন, করোনা ভাইরাসের কারণে নেতিবাচক পরিস্থিতির মধ্যেও বিশ্ব সংস্থা জাতিসংঘ সরকারি দপ্তরে সেবা কার্যক্রমের জন্য এই প্রথম বাংলাদেশের কোনো মন্ত্রণালয়কে পুরস্কার প্রদান করে।

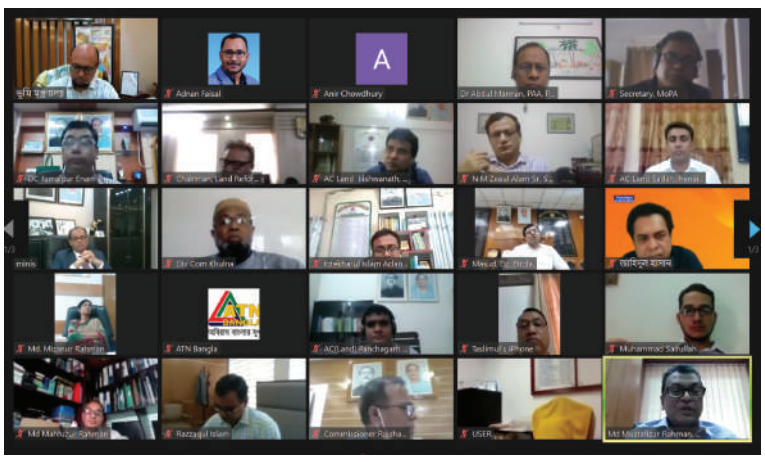

এ সংবাদ সম্মেলনে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ ইউসুফ হারুন, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ইয়াকুব আলী পাটোয়ারী এবং ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান বেগম উম্মুল হাছনা, এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজার আনীর চৌধুরী, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম এনডিসিসহ সকল বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ। এছাড়া সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বেশকিছু জেলার আমন্ত্রিত জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ– তাঁরা মাঠ পর্যায়ে তাঁদের কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা বলেন। সবশেষে ভূমিমন্ত্রী অনলাইনে উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, এটুআই-এর কারিগরিসহযোগিতায় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় ও ভূমি সংস্কার বোর্ড এর সহায়তায় ই-মিউটেশন বা ই-নামজারি প্রকল্পটি সারা দেশে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশব্যাপী ই-মিউটেশন উদ্যোগ বাস্তবায়নের স্বীকৃতি হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয় 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ' ক্যাটাগরিতে 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২০' পেয়েছে।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিরামহীন প্রচেষ্টা

শেষ পৃষ্ঠার পর

ন্যাশনাল ডেটা এনালিটিক্স টাস্কফোর্স:

আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ১৮ এপ্রিল থেকে কাজ শুরু করে "ন্যাশনাল ডেটা এনালিটিক্স টাস্কফোর্স"। করোনার বিস্তার ঠেকাতে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে যাচ্ছে এই টাস্কফোর্স। সারাদেশ থেকে প্রতিদিন পাওয়া তথ্য আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে ইতোমধ্যেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে ১১টি প্রস্তাব করেছে টাস্কফোর্স। ন্যাশনাল ডেটা এনালিটিক্স টাস্কফোর্স করোনার তথ্য-উপাত্ত (ডেটা) বিশ্লেষণ করে সংক্রমণের মাত্রা ও মৃত্যুর হার অনুযায়ী বিভিন্ন এলাকাকে লাল, হলুদ এবং সবুজ জোনে ভাগ এবং লাল ও হলুদ জোনকে কীভাবে সবুজ জোনে পরিণত করা যায় সে ব্যাপারে করণীয় ও সুপারিশ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে তুলে ধরছে।

কোভিড-১৯ ট্র্যাকার:

করোনা ভাইরাসের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গত ২০ এপ্রিল মানচিত্রভিত্তিক 'কোভিড-১৯ ট্র্যাকার' তৈরি করেছে আইসিটি বিভাগ। ভাইরাসটি কীভাবে ছড়াচ্ছে প্রতি মুহূর্তে এর হালনাগাদ তথ্যচিত্র প্রকাশ করা হচ্ছে এর মাধ্যমে। প্রতি মুহূর্তে covid19tracer.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে জানা যাচ্ছে আক্রান্ত, সুস্থ, সঙ্কটাপন্ন ও মৃত রোগীর সংখ্যা। এছাড়া সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে ৪ জুন পরীক্ষামূলকভাবে ব্লু-টুথ ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর 'করোনা ট্রেসার বিডি' অ্যাপ চালু করা হয়েছে।

টেলি-মেডিসিন:

আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা গেম চেঞ্জার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ডিজিটাল প্লাটফর্মে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক ১৩মে 'পাঠাও টেলিমেডিসিন' সেবার উদ্বোধন করেন। খরচ ও ঝুঁকি কমাতে ইতোমধ্যে 'প্রভা' ও 'সহজ'-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো টেলিমেডিসিন সেবা চালু করেছে। এর মাধ্যমে অধিকসংখ্যক মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে যাচ্ছে। অন্যদিকে একই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়েছে বিশেষায়িত টেলিহেলথ সেন্টার।

একদেশ:

আর্তমানবতার সেবায় দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুদান ও আর্থিক সহায়তা সংগ্রহের জন্য গত ১৫ মে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে ডিজিটাল ক্রাউডফান্ডিং প্লাটফর্ম 'একদেশ' চালু করা হয়। যাকাত কিংবা আর্থিক অনুদান প্রদান করতে একদেশ ওয়েবসাইট https://ekdesh.ekpay.gov.bd/ অথবা 'একদেশ' অ্যাপ ব্যবহার করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অনুদান গ্রহীতা হিসেবে যুক্ত আছে। ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, মোবাইল পেমেন্ট অথবা ডিজিটাল ওয়ালেটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে যাকাত কিংবা অনুদান দেওয়া যাবে এই প্লাটফর্মটিতে।

ই-ব্যাংকিং সেবা:

গ্রাহকদের সুরক্ষায় ঘরে বসে ব্যাংকিং সেবা দেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে সোনালী ব্যাংক। এ লক্ষ্যে ৩ জুন ব্যাংকের প্রথম মোবাইল অ্যাপস সোনালী ই-সেবা উদ্বোধন করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী। দ্রুততম সময়ে গ্রাহকের ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই করে দেবে আইসিটি বিভাগের সফটওয়্যার 'পরিচয়'। এই সফটওয়্যার গ্রাহকের যেকোনো তথ্য (কেওয়াইসি) নিমিষেই বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচারের (বিএনডিএ) সাথে মিলিয়ে নিতে পারবে।

এডুকেশন ফর নেশন:

করোনা মহামারীর মধ্যে ঘরবন্দি শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাসের জন্য ১ জুন 'এডুকেশন ফর নেশন' প্লাটফর্ম চালু করা হয়। এই প্লাটফর্মের মাধ্যমে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাসগুলো অনলাইনে নেওয়া হচ্ছে। ৬০ মিনিটের প্রতিটি ক্লাসে ৪৫ মিনিট পাঠদান ও ১৫ মিনিট প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকছে; প্রতিদিন ৪টি করে ক্লাস হচ্ছে। প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলকের এই দূরদর্শী উদ্যোগে অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার যে মডেলটি তৈরি হয়েছে তা পর্যায়ক্রমে দেশের সবকয়টি সরকারি স্কুল ও কলেজে চালু করা হবে।

ফুড ফর নেশন:

আইসিটি বিভাগের সার্বিক সহযোগিতায় গত ২৩ মে বাংলাদেশের প্রথম উন্মুক্ত কৃষিপণ্য প্লাটফর্ম ফুড ফর নেশন (foodfornation.gov.bd) চালু করে কৃষি মন্ত্রণালয়। কৃষক, বাজারজাতকারি, আড়ৎদার, বিপণনকারী আর প্রাতিষ্ঠানিক ভোক্তা একই প্লাটফর্মে পণ্যের দাম ও মান যাচাইয়ের পাশাপাশি সরাসরি বাণিজ্যিক যোগাযোগেরও সুযোগ পাবেন। রেজিস্ট্রেশন করে কৃষিপণ্য নির্বাচন করতে, বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন দিতে ও কেনাকাটা করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। স্টার্টআপ বাংলাদেশের মাধ্যমে এখানে যুক্ত ক্রেতা-বিক্রেতার প্রোফাইলে দেওয়া মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও সুবিধামতো মাধ্যম নির্বাচন করে লেনদেন করা যাবে।

প্লাজমা প্লাটফর্ম:

কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসায় প্লাজমা সংগ্রহ এবং সরবরাহ সহজ করার লক্ষ্যে আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর উদ্যোগে স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তরকে সাথে নিয়ে ০৯ জুন 'সহযোদ্ধা' প্লাজমা নেটওয়ার্ক প্লাটফর্ম গড়ে তোলা হয়। ডাক্তার প্লাজমা থেরাপি দেয়ার পরামর্শ দিলে আক্রান্ত রোগীর জন্য সহযোদ্ধার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট (www.shohojoddha.com) ভিজিট করে প্লাজমা সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয় সব সুবিধা থাকছে এখানে।

প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক আইসিটি বিভাগের সবাইকে সাথে নিয়ে অনলাইনে ব্যতিক্রমী ঈদ-পুনর্মিলনী আয়োজন করেন। দেশের সকল প্রান্তে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি থাকায় দেশবাসী করোনা পারিস্থিতিতেও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে ঈদ আনন্দ উদ্‌যাপন করেছে। ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস এবং ২৩ জুন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীও উদযাপন করা হয় ডিজিটাল প্লাটফর্মে। করোনা মহামারীতেও একটি মুহূর্ত থেমে নেই প্রতিমন্ত্রী পলক। বাংলাদেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) প্রযুক্তির ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কাজ করছে তার আইসিটি বিভাগ। এ-লক্ষ্যে একটি গাইডলাইন ও টাইম ফ্রেম ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। সম্প্রতি ই-নামজারির জন্য জাতিসংঘের 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' পেয়েছে সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়। এই পুরস্কার প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ ও জাতির সম্মিলিত অর্জন। মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিক নির্দেশনা মোতাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলকের তৎপরতায় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নামক যে পরিবর্তনের গল্প সূচিত হয়েছে তা দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সেক্টরে অচিরেই প্রতিফলন হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION FUTURE IS HERE
DoICT তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT
আইসিটি নিউজলেটার
শেষ পৃষ্ঠা

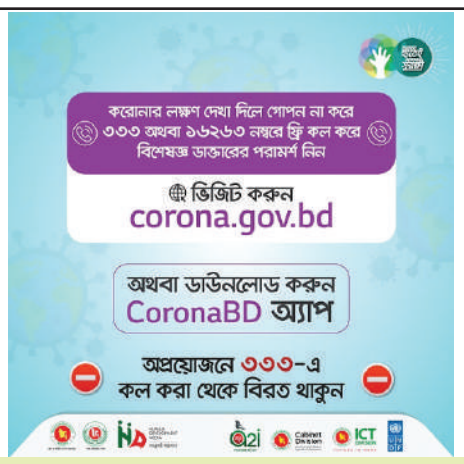

বাংলাদেশের আইসিটি খাতের উন্নয়নে পাশে থাকবে নরওয়ে

——— নরওয়ের রাষ্ট্রদূত

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ও বিকাশে সবসময় পাশে থাকবে নরওয়ে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলকের সাথে ডিজিটাল প্লাটফর্ম বৈঠকে এ আশ্বাস দেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত সিডসেল বেকেন (MsSidsel Blaken)।

এসময় তারা দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষ করে কোভিড- ১৯ মহামারী মোকাবিলায় তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম, সরকারের পরিকল্পনা, বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কোভিড-১৯ পরবর্তী তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ন্যাশনাল রোডম্যাপ তৈরির বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে প্রথম করোনা শনাক্ত হওয়ার পর এপরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদে

চললে প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, খাদ্যসরবরাহ, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি ও ঘরে বসেই বিনোদন কীভাবে চলমান রাখা যায় সে বিষয়ে আমরা কার্যক্রম শুরু করি।

তিনি আরো জানান, প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই নাগরিকদের জন্য করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনীয় পরামর্শ, করোনা সম্পর্কিত সকল সেবার হালনাগাদ তথ্যের জন্য করোনা পোর্টাল (www.corona.gov.bd) চালু করি। আমরা করোনা বিষয়ক তথ্যসেবা, টেলিমেডিসিন সেবা, সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য জরুরি খাদ্য সহায়তা, সেলফ করোনা টেস্টিংসহ অনেকগুলো নতুন সেবা যুক্ত করি হেল্পলাইন ৩৩৩ নম্বরে। করোনা বিডি অ্যাপ এবং কন্টাক্ট ট্র্যাসিং অ্যাপ, 'ভলান্টিয়ার ডক্টরস পুল, বিডি' অ্যাপ সেল্ফ টেস্টিং টুল, প্রবাস বন্ধু কলসেন্টার, ডিজিটাল ক্লাসরুম, ফুড ফর নেশন ও এডুকেশন ফর নেশনসহ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বিভিন্ন প্লাটফর্ম চালু করি। তিনি দেশের আইসিটি খাতের সর্বশেষ অগ্রগতি রাষ্ট্রদূতের কাছে তুলে ধরেন।

তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ-এর সুপরামর্শে বিগত ১১ বছরে তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন অবকাঠামো দিয়ে তৈরি করার কারণে এ-সকল কার্যক্রম সম্ভব হয়েছে। তিনি বন্ধুত্বপ্রতিম নরওয়েকে বাংলাদেশের আইসিটি খাতসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের আইসিটি খাত পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে এগিয়ে। তিনি প্রনমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আইসিটিসহ বিভিন্ন খাতের অভূতপূর্ব উন্নয়নের প্রশংসা করেন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ আরো এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশে একটি স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম তৈরির উদ্দেশ্যে সিড এবং গ্রোথ স্টেজের স্টার্টআপ কোম্পানিসমূহে সরকারের পক্ষ্যে বিনিয়োগের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আওতায় গঠন করা হয়েছে শতভাগ সরকার মালিকানাধীন "স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড" কোম্পানি। গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের পর যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের কার্যালয়ে গত ১৬ মার্চ, ২০২০ তারিখে কোম্পানিটির নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। কোম্পানির মোট অনুমোদিত মূলধন ৫০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৭ কোটি টাকা। করোনা পরিস্থিতিতেও গত ৩১ মার্চ ২০২০ তারিখে কোম্পানির ১ম বোর্ডসভা এবং গত ০৯ জুন ২০২০ তারিখে ২য় বোর্ডসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) নিয়োগ প্রক্রিয়া জুন-২০২০ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। এমডি নিয়োগ সম্পন্ন হওয়ার পর কোম্পানির দৈনন্দিন কার্যক্রম শুরু হবে। কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটে সিড এবং গ্রোথ স্টেজের স্টার্টআপ কোম্পানি হতে আবেদন গ্রহণের পর কোম্পানির সিলেকশন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে স্টার্টআপ কোম্পানিসমূহে ইক্যুইটি শেয়ার গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের পক্ষ্যে বিনিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে এই অর্থবছরেই। সরকারি মালিকানায় প্রথম এই ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি হতে স্টার্ট আপদেরকে মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে সিডস্টেজে সর্বোচ্চ ১ কোটি এবং গ্রোথস্টেজে প্রতি রাউন্ডে সর্বোচ্চ ৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা যাবে।

"স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড" কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব, এন এম জিয়াউল আলম। প্রাথমিক-ভাবে পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন– বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ সামসুল আরেফিন, লেজিসে-লটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মইনুল কবির এবং অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মনিরুজ্জামান।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় নিবেদিত প্রাণ এক নেতার বিরামহীন প্রচেষ্টা

জুয়েল কিবরিয়া

বিশ্বে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে প্রায় এক কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। যেখানে মৃতের সংখ্যা পাঁচ লাখ ছুঁইছুঁই। আমাদের দেশেও আক্রান্তের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়েছে বহু আগেই এবং মারা গেছে প্রায় এক হাজার ৭০০ মানুষ। দেশের এই দুঃসময়েও বরাবরের মতো জনগণের পাশে আছেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। করোনার সংক্রমণ রোধে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে দিন-রাত পরিশ্রম করে চলেছেন তিনি। দূরদর্শী এই তরুণ নেতা দেশে করোনা বিস্তারের আগেই বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য পরিস্থিতি আঁচ করে পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এজন্য করোনা পরিস্থিতিতেও স্বাস্থ্য, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, খাদ্য, ত্রাণ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছেন। অন্যদের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি নিজ দপ্তরের কাজ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলমান রাখতে পেরেছেন। একইসাথে নিজের নির্বাচনী এলাকায় সংক্রমণ ঠেকাতে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন তিনি। করোনার এই প্রাদুর্ভাবের সময় আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর কর্মতৎপরতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সবার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। এই নিবন্ধে তাঁর সামগ্রিক কর্মক্রম তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

অনলাইন সাংবাদ সম্মেলন:

করোনা বিস্তারের শুরুতেই যখন বিভিন্ন সংবাদ সম্মেলনে শারীরিক উপস্থিতি নিয়ে সংবাদকর্মীগণ প্রশ্ন তুলছিলেন ঠিক তখনই (২০ মার্চ) তিনি দেশের ইতিহাসে প্রথম অনলাইনে সাংবাদ সম্মেলন করেন। তারই দেখানো পথ ধরে পরবর্তী সময়ে সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় এই ট্রেন্ড চালু হয়, যেখানে আইসিটি বিভাগ প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

ভার্চুয়াল অফিস:

করোনা ভাইরাসের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আইসিটি বিভাগের এটুআই কর্তৃক প্রবর্তিত ই-নথির মাধ্যমে প্রতিটি সরকারি অফিস তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম চালু রাখে। গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও পথ বাতলে দেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী; সবার স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বজায় রেখে কাজ চলমান রাখতে ২৩ মার্চ থেকে তিনি নিয়মিত অনলাইনে জুম অ্যাপের সাহায্যে অফিসের দৈনন্দিন কার্যক্রমসহ সব ধরনের সভা পরিচালনা শুরু করেন।

নিজ এলাকায় তৎপরতা:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী করোনা পরিস্থিতিতে নিজ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন চলনবিলের মাটি ও মানুষের নেতা পলক। অসহায় ও কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণের পাশাপাশি ধানকাটা শ্রমিক সংকট মোকাবিলায় কৃষকের মাঝে ধানকাটা ও মাড়াইয়ের কম্বাইন হার্ভেস্টার ও রিপার মেশিন হস্তান্তর করেন। দলীয় কর্মীদের সাথে নিয়ে নিজেও সরাসরি ধান কাটায় অংশগ্রহণ করেন। নাটোরবাসীর স্বাস্থ্য-সেবা নিশ্চিত করতে সদর হাসপাতালে স্বাস্থ্য-সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করেন। এক সময়ের ২৩ চরমপন্থীকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে গত ২৮ এপ্রিল তুলে দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুদান। চলনবিলের সাধারণ মানুষ করোনা প্রাদুর্ভাবের সময়ও তাদের সন্তান পলককে আগের মতোই পাশে পেয়ে স্বস্তিতে আছে।

ভেন্টিলেটর তৈরির উদ্যোগ:

আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে কয়েকটি দেশীয় প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদক কোম্পানি গত ৩১ মার্চ ভেন্টিলেটর তৈরির উদ্যোগ নেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জীবনরক্ষাকারি ভেন্টিলেটরসহ অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জাম তৈরিতে তারা কাজ শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৮ এপ্রিল বিশ্বখ্যাত মেডিকেল যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মেডট্রনিক্স ও ওয়ালটনের কারিগরী সহযোগিতায় দেশেই তৈরি হয় বিশ্বমানের পিবি-৫৬০ মডেলের স্পেসিফিকেশনে 'ডব্লিউপিবি-৫৬০ ভেন্টিলেটর'।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা:

প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে চালু হয় 'প্রবাসবন্ধু কলসেন্টার'। ফলে সৌদি আরব ও বাহরাইনে কর্মরত প্রায় ২৪ লাখ প্রবাসী ঘরে বসেই সেবা নিতে পারছেন স্বেচ্ছাসেবী ডাক্তারগণের মাধ্যমে। আইসিটি বিভাগের সার্বিক সহায়তায় জনগণের কাছে গুজব বা মিথ্যা তথ্যের বিপরীতে সঠিক ও সর্বশেষ তথ্য পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে হোয়াটস-অ্যাপের প্রায় সাড়ে ৩ কোটি ব্যবহারকারির জন্য ২৩ এপ্রিল একটি ইনফোবটম চালু করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এছাড়া করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি নির্ণয়ের জন্য আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর উদ্যোগে জনপ্রিয় ভাইবার বটমে ০২ মে চালু করা হয় 'লাইভ করোনা টেস্ট'। অন্যদিকে ভার্চুয়াল প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা দিতে ১৪ এপ্রিল চালু করা হয় 'হ্যালো ডক'। প্রাথমিকভাবে এর মাধ্যমে প্রায় ৪০ জনের বেশি ডাক্তারের সমন্বয়ে একটি দক্ষ টিম রোগীদের সেবা প্রদান করছেন। মেসেঞ্জারের মাধ্যমে বিনামূল্যে এ সেবা নিতে ভিজিট করতে হবে **https://web.facebook.com/amarlab.bd/** এই লিংকে।

বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ:

করোনার প্রাদুর্ভাবে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ঘরে বসে নিজের বাড়ি, হাসপাতাল ও ফার্মেসিসহ প্রয়োজনীয় স্থানের তথ্য একটি ম্যাপে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ০৮ এপ্রিল শুরু হয় 'বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ' ক্যাম্পেইন। প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক-এর পরিকল্পনা মোতাবেক এই ক্যাম্পেইন বাস্তবায়নে আইসিটি বিভাগের সাথে কাজ করে বাংলাদেশ স্কাউটস ও গ্রামীণ ফোন। ডিজিটাল সার্চিং ম্যাপে সংযুক্ত করার মাধ্যমে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলার লক্ষ্য নিয়ে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও স্থানের তথ্য ম্যাপে সংযুক্ত করা শুরু হয় পলকের আহ্বানে। যেকোনো স্থান থেকে **angladeshchallenge.com** এই ঠিকানায় গিয়ে সঠিক ম্যাপিং লোকেশন নিবন্ধন করা যাবে।

কল ফর নেশন:

বর্তমান ও ভবিষ্যতের জাতীয় সংকট মোকাবিলায় আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর উদ্যোগে "কল ফর নেশন" প্লাটফর্ম তৈরি করা হয় গত ৩০ মার্চ। উদ্যোক্তাবান্ধব এ প্লাটফর্মের আওতায় 'কভিড-১৯' প্রতিরোধে প্রযুক্তিগত সমাধান খুঁজে বের করতে অনলাইন প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়। গত ৮ জুন দেশের তরুণ বিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা, উদ্ভাবক, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের জমা দেওয়া ৬৮১টি প্রকল্প থেকে ৬টি ক্যাটাগরিতে ৬টি প্রকল্পকে বিজয়ী ঘোষণাসহ সর্বমোট ৩৬টি পুরস্কার দেওয়া হয়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গত ২২ জুন শুরু হয় 'জাতীয় হাই-স্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা-২০২০। এর আগে ৬২টি দলের অংশগ্রহণে দেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড।

ত্রাণ বিতরণে প্রযুক্তি:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে করোনা পরিস্থিতিতে তথ্য-প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং আইসিটি বিভাগ ১৯ এপ্রিল থেকে যৌথভাবে কাজ শুরু করে। এ-লক্ষ্যে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ তৈরি ও জাতীয় তথ্য সেবা হেল্পলাইন ৩৩৩-এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি কিউআর কোড ও ফেস রিকগনিশন প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপকারভোগীদের কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ তৈরির জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরি করে দিয়েছে জুনাইদ আহ্মেদ পলকের আইসিটি বিভাগ।

এরপর তৃতীয় পৃষ্ঠায়

আইসিটি নিউজলেটার (বাংলা) প্রকাশক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, আইসিটি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ উপদেষ্টা এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক
সম্পাদক মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ও সেলিম রেজা সেন্টু নির্বাহী সম্পাদক আমিরুল ইসলাম প্রচার সম্পাদক মো: ফিরোজ সরকার যোগাযোগ আইসিটি টাওয়ার (১১ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭
ডিজাইন ও মুদ্রণ শকুন্তলা মুঠোফোন ০১৭১৩ ৮২২ ১০২ ই মেইল shakuntala.bangladesh@gmail.com